গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (ইওসি)
www.ddm.gov.bd
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২২৬

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ ১৪২৭
০৭ আগস্ট ২০২০

বিষয়: **দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন।**

আবহাওয়ার সর্বশেষ পরিস্থিতি

উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন উত্তর উড়িষ্যা-পশ্চিমবঙ্গ-বাংলাদেশ উপকুলীয় এলাকায় অবস্থানরত সুস্পষ্ট লঘুচাপটি পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে বর্তমানে ভারতের মধ্য প্রদেশ ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। উত্তর বঙ্গোপসাগরে বায়ু চাপ পার্থক্যের আধিক্য বিরাজ করছে। উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকা এবং সমুদ্র বন্দরসমূহের উপর দিয়ে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে।

চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দরসমূহকে ০৩ (তিন) নম্বর পুনঃ ০৩ (তিন) নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারসমূহকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উপকূলের কাছাকাছি থেকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে।

আজ ০৭ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ তারিখ সকাল ৯.৩০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর সমূহের জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস:

রাজশাহী, পাবনা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালি, নোয়াখালি, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার অঞ্চলসমূহের উপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘন্টায় ৪৫-৬০ কি.মি. বেগে বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টিসহ অস্থায়ীভাবে দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দর সমূহকে ১ নম্বর (পুনঃ) ১ নম্বর সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

আজ সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

সিনপটিক অবস্থাঃ মধ্যপ্রদেশে অবস্থানরত লঘুচাপটি মৌসুমী বায়ুর অক্ষের সাথে একীভূত হয়েছে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষ রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে উত্তর পূর্ব দিকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এর একটি বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় মাঝারী থেকে প্রবল অবস্থায় বিরাজ করছে।

পূর্বাভাসঃ খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিনংহ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তাপ প্রবাহঃ সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

তাপমাত্রা: সিলেট ও দিনাজপুর অঞ্চলের উপর বিরাজমান মৃদু তাপ প্রবাহ প্রশমিত হতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘন্টার আবহাওয়ার অবস্থা (৩ দিন): বৃষ্টিপাতের প্রবনতা অব্যাহত থাকতে পারে।

গতকালের সর্বোচ্চ ও আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস):

বিভাগের নাম	ঢাকা	ময়মনসিংহ	চট্রগ্রাম	সিলেট	রাজশাহী	রংপুর	খুলনা	বরিশাল
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	৩৫.০	৩৪.২	৩৪.৮	৩৭.৪	৩৪.৯	৩৬.৪	৩২.৩	৩০৬
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	২৬.১	২৭.২	২৫.২	২৬.৪	২৬.৫	২৬.১	২৫.৪	২৬.০

গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল সিলেট ৩৭.৪^{o} এবং আজকের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কক্সবাজার ২৫.২^{o} সেঃ।

(সূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, ঢাকা)

বন্যা সংক্রান্ত তথ্যঃ

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় গত কয়েকদিন যাবৎ অতিবৃষ্টিজনিত উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। এতে দেশের শাখা-প্রশাখাসহ ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৮০০ নদ-নদী বিপুল জলরাশি নিয়ে ২৪,১৪০ বর্গ কিলোমিটার জায়গা দখল করে দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রতি বছরই বর্ষা মৌসুমে প্রবল বৃষ্টিপাত এবং পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে প্রবাহিত পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিভিন্ন নদ-নদী পানিতে ভরপুর হয়ে নদীর তীর, বাঁধসমূহে ভাঙ্গন দেখা দেয় এবং মানুষ, ঘরবাড়ী, গবাদি পশুসহ আরো অনেক ক্ষতি সাধিত হয়।

গত ২৭/০৬/২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে অতিবৃষ্টি ও নদ-নদীর পানি বৃদ্ধির ফলে দেশের কয়েকটি জেলায় বন্যা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে। লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সিলেট, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর ও ফরিদপুর জেলায় নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। আজ (০৭/০৮/২০২০খ্রিঃ তারিখ) মানিকগঞ্জ, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর, মাদারীপুর ও চাঁদপুর ১১ টি জেলার ১৬ টি পয়েন্টে নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

২৭/০৭/২০২০খ্রিঃ তারিখ হতে আগামী ২ সপ্তাহের বন্যা পরিস্থিতির পূর্বাভাসঃ

- চলতি সপ্তাহে উজানের অববাহিকাসমূহের অনেক স্থানে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টিপাত ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।
- চলতি সপ্তাহে চান্দ্রপঞ্চিকানির্ভর জোয়ার-ভাটাজনিত কারণে নদ-নদীর পানি সাগরে নিষ্কাষিত হয়ে হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা কিছুটা ধীর হয়ে আসতে পারে। এর ফলে দেশের প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল সামগ্রীকভাবে স্থিতিশীল থাকতে পারে।
- আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রধান নদ-নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পেতে শুরু করতে পারে।
- আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দেশের বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলোর বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসার সম্ভবনা রয়েছে।
- ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার বন্যা পরিস্থিতি আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে স্বাভাবিক হয়ে আসতে পারে।
- আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানি সমতল হ্রাস পেতে শুরু করতে পারে এবং মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অববাহিকার বন্যা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসতে পারে।
- আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহ হতে মেঘনা অববাহিকার পানি সমতল অব্যাহতভাবে হ্রাস পেতে পারে।
- মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আগামী ২ সপ্তাহে দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য অববাহিকা অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারী বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হতে পারে, তবে এই সময়ে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে আগামী ২ সপ্তাহে উপকূলীয় অঞ্চলে হালকা থেকে মাঝারী বৃষ্টিপাত পরিলক্ষিত হতে পারে, তবে এ ই সময়ে কোন ঘূর্ণিঝড়/জলোচ্ছাস পরিস্থিতি সৃষ্টির সম্ভবনা নেই।

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)_

এক নজরে নদ-নদীর পরিস্থিতিঃ

- ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- গঙ্গা-পদ্মা নদীর পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- মনু নদী ব্যতীত উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আপার মেঘনা অববাহিকার প্রধান নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- রাজধানী ঢাকার আশেপাশের নদীসমূহের পানি সমতল হ্রাস পাচ্ছে, যা আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায়
  সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, নাটোর, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, মাদারীপুর, চাঁদপুর, রাজবাড়ি, শরীয়তপুর, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ জেলার বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।
- আগামী ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন নিম্নাঞ্চলসমূহের বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে।

নদ-নদীর অবস্থা (আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত)

পর্যবেক্ষণাধীন পানি সমতল স্টেশন	১০১	গেজ পাঠ পাওয়া যায়নি	০০
বৃদ্ধি	২১	বন্যা আক্রান্ত জেলার সংখ্যা	১২
হ্রাস	৭৬	**বিপদসীমার উপরে নদীর সংখ্যা**	১২
অপরিবর্তিত	০৪	**বিপদসীমার উপরে স্টেশনের সংখ্যা**	১৬

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত স্টেশন ২৩ শ্রাবণ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/০৭ আগস্ট ২০২০ খৃঃ সকাল ৯.০০ টার তথ্য অনুযায়ী):

ক্রঃ নং	জেলার নাম	পানি সমতল স্টেশন	নদীর নাম	আজকের পানি সমতল (মিটার)	বিগত ২৪ ঘন্টায় বৃদ্ধি(+)/হ্রাস(-) (সে.মি.)	বিপদসীমা (মিটার)	বিপদসীমার উপরে (সে.মি.)
1.	মানিকগঞ্জ	আরিচা	যমুনা	৯.৪৮	-১৩	৯.৪০	+০৮
2.	নাটোর	সিংড়া	গুড়	১৩.২৩	-০৫	১২.৬৫	+৫৮
3.	সিরাজগঞ্জ	বাঘাবাড়ি	আত্রাই	১০.৯২	-১১	১০.৪০	+৫২
4.	টাংগাইল	এলাসিন	ধলেশ্বরী	১২.০০	-১০	১১.৪০	+৬০
5.	ঢাকা	ডেমরা	বালু	৫.৯৩	-০৭	৫.৭৫	+১৮
6.	নারায়ণগঞ্জ	নারায়ণগঞ্জ	লাক্ষ্যা	৫.৭৬	-১১	৫.৫০	+২৬

7.	ঢাকা	মিরপুর	তুরাগ	৬.৪৫	+০১	৫.৯৫	+৫০
8.	মানিকগঞ্জ	তারাঘাট	কালিগঙ্গা	৮.৯৯	-০৭	৮.৪০	+৫৯
9.	মানিকগঞ্জ	জাগির	ধলেশ্বরী	৮.৮১	-০৬	৮.২৫	+৫৬
10.	মানিকগঞ্জ	নায়েরহাট	বংশী	৭.৪২	-০৪	৭.৩০	+১২
11.	রাজবাড়ী	গোয়ালন্দ	পদ্মা	৯.২০	-১৫	৮.৬৫	+৫৫
12.	মুন্সিগঞ্জ	ভাগ্যকুল	পদ্মা	৬.৬৩	-১৫	৬.৩০	+৩৩
13.	মুন্সিগঞ্জ	মাওয়া	পদ্মা	৬.৪৩	-০৯	৬.১০	+৩৩
14.	শরীয়তপুর	সুরেশ্বর	পদ্মা	৪.৮৭	-১২	৪.৪৫	+৪২
15.	মাদারীপুর	মাদারীপুর	আড়িয়াল খাঁ	৪.২৭	০০	৪.২০	+০৭
16.	চাঁদপুর	চাঁদপুর	মেঘনা	৩.৮৮	-৩২	৩.৫৫	+৩৩

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

বারিপাত তথ্য

গত ২৪ ঘন্টায় বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাত (গত কাল সকাল ০৯:০০ টা থেকে আজ সকাল ০৯:০০ টা পর্যন্ত) : নেই ।

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)	স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
-	-	-	-

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

গত ২৪ ঘন্টায় ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সিকিম, আসাম, মেঘালয় ও ত্রিপুরা অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (বৃষ্টিপাত: মি.মি.): নেই।

স্টেশন	বারিপাত (মি.মি.)
-	-

(সূত্রঃ বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র)

আজ ০৭ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ বন্যা উপদুত জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	বিষয়	বিবরণ
১	উপদুত জেলার সংখ্যা	৩৩ টি।

২	উপদ্রুত জেলার নাম	লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, রংপুর, সুনামগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, জামালপুর, সিলেট, টাংগাইল, রাজবাড়ী, মাদারীপুর, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, নেত্রকোনা, নওগাঁ, শরীয়তপুর, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, নাটোর, হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, মৌলভীবাজার, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ ও পাবনা।		
৩	উপদ্রুত উপজেলার সংখ্যা	১৬৩ টি		
৪	উপদ্রুত ইউনিয়নের সংখ্যা	১,০৭৯ টি		
৫	পানিবন্দি পরিবারের সংখ্যা	১০,১৭,৯১৪ টি		
৬	ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা	৫৪,৬০,২৯১ জন		
৭	**বন্যায় এ পর্যন্ত মৃত্যুর সংখ্যা-**	**৪১ জন**		
	ত্রাণ সামগ্রীর নাম	**মোট বরাদ্দ**	**বিতরণ**	**মজুদ**
৮	জি, আর (চাল) (মেঃটন)	১৬,৫১০	১১,৩৬৬.৩৯৫	৫,১৪৩.৬০৫
৯	নগদ ক্যাশ (টাকা)	৪,১৮,৫০,০০০/-	২,৭৪,৮০,৭০০/-	১,৪৩,৬৯,৩০০/-
১০	শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ অর্থ (টাকা)	১,৪০,০০,০০০/-	৮৯,৬৩,৮৫৬/-	৫০,৩৬,১৪৪/-
১১	গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ নগদ অর্থ (টাকা)	২,৮৮,০০,০০০/-	১,৭৬,৩৯,০০০/-	১,১১,৬১,০০০/-
১২	শুকনা খাবার (প্যাকেট)	১,৬২,০০০	১,৩১,৭৩৬	৩০,২৬৪
১৩	ঢেউটিন (বান্ডিল)	৩০০	১০০	২০০
১৪	গৃহনির্মাণ মঞ্জুরী (টাকা)	৯০০০০০/-	৩,০০,০০০/-	৬০০০০০/-

আজ ০৭ আগস্ট ২০২০ খ্রিঃ বন্যা উপদ্রুত জেলাসমূহের জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত আশ্রয়কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্যের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	বিবরণ	সংখ্যা
১।	বন্যা কবলিত ৩৩টি জেলায় মোট বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে	১,৪৩৭ টি
২।	আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আশ্রিত লোকসংখ্যাঃ	**৪৬,১৫৭ জন**
	পুরুষ	১৮,৬০৯ জন
	মহিলা	১৭,৭৮৫ জন
	শিশু	৯,৪৪৩ জন
	প্রতিবন্ধী	৩২০ জন
৩।	আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে আনা গবাদি পশুর সংখ্যাঃ	**৭১,৭৯০ টি**
	গরু/মহিষ	৪১,৮৫৩ টি
	ছাগল/ভেড়া	২৩,৮১২ টি
	অন্যান্য গৃহপালিত পশু	৬,১২৫ টি
৪।	বন্যা কবলিত জেলায়মেডিকেল টিম সম্পর্কিত তথ্যঃ	
	মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে	৮৮৬ টি

বর্তমানে মেডিকেল টিম চালু রয়েছে	৩২০ টি

বন্যায় মানবিক সহায়তার বিবরণঃ

(ক) সাম্প্রতিক অতিবর্ষণজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের মানবিক সহায়তা হিসেবে বিতরণের নিমিত্ত নিম্ন বর্ণিত জেলাসমূহের নামের পাশে উল্লিখিত ত্রাণ কার্য টাকা, ত্রাণ কার্য চাল, শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ টাকা, গো খাদ্য ক্রয় বাবদ টাকা এবং শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে **(২৮/০৬/২০২০ খ্রিঃ তারিখ থেকে ০৬/০৪/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত):**

ক্র.নং	জেলার নাম	ত্রাণ কার্য (চাল) বরাদ্দের পরিমাণ (মেঃটন)	ত্রাণ কার্য (নগদ) বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	শিশু খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	গো-খাদ্য ক্রয় বাবদ অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	গৃহমঞ্জুরী বরাদ্দের পরিমাণ (টাকা)	মোট বরাদ্দ টাকা (৪+৫+৬+৭)	শুকনা ও অন্যান্য খাবার বরাদ্দের পরিমান (প্যাকেট)	ঢেউটিন বরাদ্দের পরিমান (বান্ডিল)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	ঢাকা	৪০০	১৪০০০০০	৬০০০০০	১০০০০০০	০	৩০০০০০০	৬০০০	০
২	গাজীপুর	২০০	৩০০০০০	৩০০০০০	২০০০০০	০	৮০০০০০	১০০০	-
৩	টাংগাইল	১২০০	১৮০০০০০	৮০০০০০	১৬০০০০০	০	৪২০০০০০	১৬০০০	০
৪	মানিকগঞ্জ	৩০০	২০০০০০	৬০০০০০	১২০০০০০	০	২০০০০০০	৪০০০	০
৫	ফরিদপুর	৫৫০	৯০০০০০	৭০০০০০	১০০০০০০	০	২৬০০০০০	১০০০০	০
৬	মুন্সিগঞ্জ	৫০০	৫০০০০০	৬০০০০০	১১০০০০০	০	২২০০০০০	৬০০০	০
৭	রাজবাড়ী	৩০০	৭০০০০০	২০০০০০	১১০০০০০	০	২০০০০০০	৪০০০	০
৮	মাদারীপুর	৬০০	১২০০০০০	৮০০০০০	১২০০০০০	০	৩২০০০০০	৮০০০	০
৯	শরীয়তপুর	৯৫০	১৬৫০০০০	৬০০০০০	১১০০০০০	৩০০০০০	৩৬৫০০০০	৪০০০	১০০
১০	গোপালগঞ্জ	১৫০	৪০০০০০	২০০০০০	২০০০০০		৮০০০০০	২০০০	
১১	কিশোরগঞ্জ	১৫০	৬০০০০০	২০০০০০	৭০০০০০	০	১৫০০০০০	২০০০	০
১২	ময়মনসিংহ	১০০	৩০০০০০	০	৬০০০০০	০	৯০০০০০	২০০০	০
১৩	নেত্রকোনা	৬৫০	১৩০০০০০	৪০০০০০	১২০০০০০	০	২৯০০০০০	৫০০০	০
১৪	জামালপুর	১২১০	৩৬৫০০০০	৮০০০০০	১৭০০০০০	০	৬১৫০০০০	১৫০০০	০
১৫	চাঁদপুর	৬০০	১০০০০০০	৬০০০০০	১৪০০০০০	০	৩০০০০০০	৬০০০	০
১৬	নোয়াখালী	৪০০	৮০০০০০	২০০০০০	৬০০০০০	০	১৬০০০০০	২০০০	০
১৭	লক্ষ্মীপুর	৩৫০	৭৫০০০০	২০০০০০	৬০০০০০	০	১৫৫০০০০	২০০০	০
১৮	ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	০	০	০	২০০০০০	০	২০০০০০	০	০
১৯	রাজশাহী	৪০০	৮০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	০	১২০০০০০	২০০০	০
২০	নওগাঁ	১৫০	৫০০০০০	৪০০০০০	৭০০০০০	০	১৬০০০০০	২০০০	০

২১	নাটোর	৩৫০	৭০০০০০	৬০০০০০	১০০০০০০	০	২৩০০০০০	২০০০	০
২২	সিরাজগঞ্জ	৭৫০	১৮০০০০০	৬০০০০০	১১০০০০০	০	৩৫০০০০০	৮০০০	০
২৩	বগুড়া	৭৬০	২১০০০০০	৪০০০০০	৯০০০০০	০	৩৪০০০০০	৬০০০	০
২৪	পাবনা	১০০	০	০	৩০০০০০		৩০০০০০	১০০০	
২৫	রংপুর	৪৬০	১৫০০০০০	২০০০০০	৯০০০০০	০	২৬০০০০০	৪০০০	০
২৬	কুড়িগ্রাম	৬৬০	৩১০০০০০	১০০০০০০	১৪০০০০০	০	৫৫০০০০০	৮০০০	০
২৭	নীলফামারী	৫১০	২৫৫০০০০	৪০০০০০	৮০০০০০	০	৩৭৫০০০০	৫০০০	০
২৮	গাইবান্ধা	৮১০	২২৫০০০০	৬০০০০০	১২০০০০০	০	৪০৫০০০০	৮০০০	০
২৯	লালমনিরহাট	৭০০	২৪৫০০০০	৬০০০০০	১২০০০০০	৬০০০০০	৪৮৫০০০০	৪০০০	২০০
৩০	সিলেট	৬০০	২৩০০০০০	২০০০০০	৮০০০০০	০	৩৩০০০০০	৫০০০	০
৩১	মৌলভীবাজার	৩৫০	৭৫০০০০	২০০০০০	২০০০০০	০	১১৫০০০০	৪০০০	০
৩২	হবিগঞ্জ	৫০০	৮০০০০০	২০০০০০	৬০০০০০	০	১৬০০০০০	২০০০	০
৩৩	সুনামগঞ্জ	৮০০	২৮০০০০০	৬০০০০০	৮০০০০০	০	৪২০০০০০	৬০০০	০
		১৬৫১০	**৪১৮৫০০০০**	**১৪০০০০০০**	**২৮৮০০০০০**	**৯০০০০০**	**৮৫৫৫০০০০**	**১৬২০০০**	**৩০০**

অগ্নিকান্ডঃ

ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্য (মোবাইল এসএমএস) থেকে জানা যায় ০৫/০৮/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা থেকে ০৬/০৮/২০২০খ্রিঃ তারিখ রাত ১২.০০টা পর্যন্ত সারাদেশে মোট ১৪ টি অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। বিভাগভিত্তিক অগ্নিকান্ডে নিহত ও আহতের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া হলঃ

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	অগ্নিকান্ডের সংখ্যা	আহতের সংখ্যা	নিহতের সংখ্যা
১।	ঢাকা	২	0	০
২।	ময়মনসিংহ	২	০	০
৩।	বরিশাল	৩	০	০
৪।	সিলেট	০	০	০
৫।	রাজশাহী	৩	০	০
৬।	রংপুর	০	০	০
৭।	চট্টগ্রাম	০	০	০
৮।	খুলনা	৪	০	০
	মোট	**১৪**	**০**	**০**

বজ্রপাতঃ

মৌলভীবাজারঃ জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন **কর্মকর্তা, মৌলভীবাজার এর পত্র নং-৫১.০১.৫৮০০.০০০.২০.০৫৫.১৮.৫১৬; তারিখঃ ০৭/০৮/২০২০** খ্রিঃ এর মাধ্যমে জানিয়েছে যে, গত **০৬/০৮/২০২০** খ্রিঃ তারিখ **কুলাউড়া উপজেলায় বজ্রপাতে ২ জন ব্যক্তি নিহত হন এবং ১ জন ব্যক্তি আহত হন। নিতহ ও আহত ব্যক্তির বিস্তারিত নিম্নরূপঃ**

টেবিলঃ ক (নিহত ব্যক্তির তালিকা)

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	নিহত ও আহত ব্যক্তির নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	ঘটনার তারিখ	কারণ	মন্তব্য
১	কুলাউরা	নাম- ফাহিত মিয়া (১২), পিতা- রফিক মিয়া, গ্রাম- শিংহানাথা, ইউনিয়ন-ভাটেরা, উপজেলা- কুলাউরা, জেলা- মৌলভীবাজার	০৬/০৮/২০২০	বজ্রপাতে নিহত	কোন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়নি।
২		নাম- হরি মালাকার (৫৫), পিতা- নারেন্দ্রা মালাকার, গ্রাম- বড়গন, ইউনিয়ন-ভাটেরা, উপজেলা- কুলাউরা, জেলা- মৌলভীবাজার	০৬/০৮/২০২০	বজ্রপাতে নিহত	

টেবিলঃ খ (আহত ব্যক্তির তালিকা)

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	নিহত ও আহত ব্যক্তির নাম, পিতার নাম ও ঠিকানা	ঘটনার তারিখ	কারণ	মন্তব্য
১	কুলাউরা	নাম- ইব্রাহিম মিয়া (০৮), পিতা- রফিক মিয়া, গ্রাম- শিংহানাথা, ইউনিয়ন-ভাটেরা, উপজেলা- কুলাউরা, জেলা- মৌলভীবাজার	০৬/০৮/২০২০	বজ্রপাতে আহত	কোন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়নি।

করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত তথ্যঃ

১। বিশ্ব পরিস্থিতিঃ

গত ১১/০৩/২০২০ খ্রিঃ তারিখ জেনেভাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সদর দপ্তর হতে বিদ্যমান কোভিড-১৯ পরিস্থিতিকে বিশ্ব মহামারী ঘোষনা করা হয়েছে। সারা বিশ্বে কোভিড-১৯ রোগটি বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগে বহুলোক ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছে। কয়েক লক্ষ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ০৬/০৮/২০২০ খ্রিঃ তারিখ এর করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত Situation Report অনুযায়ী সারা বিশ্বের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	বিশ্ব	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
০১	মোট আক্রান্ত	১,৮৬,১৪,১৭৭	২৩,৬০,৭২১
০২	২৪ ঘন্টায় নতুন আক্রান্তের সংখ্যা	২,৫৯,৩৪৪	৬১,২৮৮
০৩	মোট মৃত ব্যক্তির সংখ্যা	৭,০৬,২৪২	৪৯,৫৭২
০৪	২৪ ঘন্টায় নতুন মৃত্যুর সংখ্যা	৬,৪৮৮	১০০৩

২। বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ

বাংলাদেশে প্রথম করোনা ভাইরাসের সংক্রমিত ব্যক্তি শনাক্ত হয়েছে গত ৮মার্চ, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে। গত ১৬ই এপ্রিল, ২০২০ খ্রিঃ তারিখে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মুল) আইন, ২০১৮ (২০১৮ সালের ৬১ নং আইন) এর ১১ (১) ধারার ক্ষমতাবলে সমগ্র বাংলাদেশকে সংক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ্ ইমার্জেন্সী অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনষ্টিটিউট সেল হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ

বাংলাদেশে কোভিড-১৯ পরীক্ষা, সনাক্তকৃত রোগী, রিকোভারী এবং মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য (০৬/০৮/২০২০খ্রিঃ):

	গত ২৪ ঘন্টা	অদ্যাবধি

কোভিড-১৯ পরীক্ষা হয়েছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা	১২,৭০৮	১২,২৫,১২৪
পজিটিভ রোগীর সংখ্যা	২,৯৭৭	২,৪৯,৬৫১
রিকোভারীপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা	২,০৭৪	১,৪৩,১২৪
কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা	৩৯	৩,৩০৬

*** করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন বিকাল ৫ টায় প্রদান করা হয়।**

*** বন্যা সংক্রান্ত বিশেষ প্রতিবেদন বিকাল ৪.৩০ টায় প্রদান করা হয়।**

৭-৮-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ফোন: ৮৮০-৫৮৮১১৬৫১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৯১৯২৬
ইমেইল:
controlroom.ddm@gmail.com

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-১
এনডিআরসিসি অনুবিভাগ
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫১.০১.০০০০.০২৭.১৫.০০১.১৮.২২৬/১(১৬৬)

তারিখ: ২৩ শ্রাবণ ১৪২৭
০৭ আগস্ট ২০২০

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩) সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৫) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৬) মহাপরিচালক , দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৭) বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
৮) পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
৯) জেলা প্রশাসক (সকল)
১০) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
১১) উপ-পরিচালক (সকল), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
১২) জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (সকল)

৭-৮-২০২০
কামরুন নাহার
ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা